



জাহিদ মালেক, এমপি

মাননীয় মন্ত্রী

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



বাংলাদেশ সরকার মহামারী কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সর্বস্তরের জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। কোভিড সংকট মোকাবিলায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এ লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা পুনর্গঠন ও নতুন কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় আনন্দের বিষয় এই যে, কোভিড-১৯ স্বাস্থ্য বুলেটিন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এই স্বাস্থ্য বুলেটিন বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণে এবং মহামারী নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ এই জরুরি স্বাস্থ্য সংকট মোকাবিলায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। বর্তমান সরকার কোভিড-১৯ ডেডিকেটেড হাসপাতাল স্থাপন, বিপুল সংখ্যক স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ, দেশব্যাপী লাখ লাখ কোভিড টেস্টের মত উল্লেখযোগ্য সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শুরু থেকেই কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সরকার বাংলাদেশ দারুণভাবে তৎপর। ফলে কোভিড হাসপাতালে ভর্তি ও সংক্রমণের হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে।

আমরা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে সফল হয়েছি। ২০৩০ সালের মধ্যে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের পথে কোভিড-১৯ বিশ্বব্যাপী হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে যা মোকাবিলায় পুরো বিশ্বেই এগিয়ে আসতে হবে। আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই সর্বস্তরের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদের, যারা স্বাস্থ্যঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, পরিচালক এমআইএস এবং অন্যান্য কর্মী যারা মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য নিবন্ধন এবং কোভিড-১৯ স্বাস্থ্য বুলেটিন সংকলন ও প্রকাশনার জন্য বিরামহীন কাজ করে যাচ্ছেন, তাঁদের অভিবাদন জানাই। তাঁদের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকুক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(জাহিদ মালেক, এমপি)